দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

95

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগ

কুলিয়ারচর (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা ॥ সম্প্রতি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়িতেছে।

ঢাকা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর পরীক্ষা কেন্দ্র (কোড নং ৩৮১) হইতে ছয়সূতী উচ্চ বিদ্যালয়ের জনৈক জীবন ঘোষ রোল নং ৬৭৯৪০৭ হিন্দুধর্ম বিষয়টি পরীক্ষা না দিয়াও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কেন্দ্র সচিব নাজাদুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া জানা যায় যে, ধর্ম পরীক্ষার দিন সে অনুপস্থিত ছিল। কেন্দ্র সচিব জানান যে,

(৪থ পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বোর্ডের

(৩য় পৃঃ পর)

মুছা মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল ছয় সূতী উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে দেখানো হইয়াছে। তিনি আরও জানান যে, কুলিয়ারচর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০ জন ছাত্র যাহারা 'কর্মমুখী' বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছে তাহাদের সকলকেই ফেল দেখানো হইয়াছে যাহা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

ইহাছাড়া কুলিয়ারচর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ছয়সূতী উচ্চ বিদ্যালয়, আগরপুর উচ্চ বিদ্যালয় এবং মুছা মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান বিভাগে যে সকল ছাত্রী নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে পরীক্ষা দিয়াছে, তাহাদের সকলেই ফেলের তালিকায় অথচ তাহাদের মধ্যে সকলেই অত্যন্ত মেধাবী ও কৃতী ছাত্রী। অনুমান করা হইতেছে কর্মমুখী এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ২টি বিষয়ের তাত্ত্বিক কিংবা ব্যবহারিক নম্বর সংযোজনে কম্পিউটারের কোথাও গলদ রহিয়াছে।

অন্য একজন ছাত্রী যাহার রোল নং ৬৭৯৮৪৪, কিন্তু প্রবেশ-পত্রে লেখার অস্পষ্টতার কারণে বাংলা ১ম ও ২য় পত্রে ৬৭৪৮৪৪ লেখা হইয়াছিল যাহা পরবর্তীতে সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইলেও সম্ভবতঃ সংশোধন না হওয়ার কারণে ফেলের কাতারে রহিয়াছে। এইরূপ অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ বোর্ডে দৌড়াদৌড়ি করিয়াও বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারিতেছে না। বিধায় তাহাদের লিখিত অভিযোগ দাখিল করিতে বিলম্ব হইতেছে।